দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

প্রাথমিক শিক্ষার করুণ অবস্থা

বন্যা ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গৃহ মেরামত না হওয়া, শিক্ষকস্বল্পতা এবং শিক্ষা উপকরণের অভাবসহ নানা সমস্যার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। গত ১১ই অক্টোবর ইত্তেফাকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত এক সংবাদে জানা যায় সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়গৃহ ধসিয়া পড়ার আশঙ্কায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গাছতলায়, স্থানীয় কোন ব্যক্তির বাড়ির বারান্দায় বা গোয়ালঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে। সংবাদে বলা হইয়াছে জেলার সরকারী-বেসরকারী মিলাইয়া মোট ৭৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫ শতাধিকেরই অবস্থা করুণ। এইসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই দরজা-জানালা নাই, বা থাকিলেও ভাঙ্গা; বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল নাই; অনেক বিদ্যালয়ে এমনকি ব্ল্যাকবোর্ডও নাই। একই সংবাদে বরগুনা জেলার বিভিন্ন থানা এবং ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও দোহার থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির করুণ অবস্থার কথাও তুলিয়া ধরিয়া বলা হইয়াছে।

শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই যে বিদ্যালয়গৃহগুলি করুণ দশায় উপনীত হইয়াছে তাহা নহে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও চিঠিপত্র হইতে জানা যায়, সময়মত সংস্কার বা মেরামতের অভাবেও অনেক বিদ্যালয়গৃহ ক্লাস চালাইবার অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও কোথাও এমন বিদ্যালয়ও আছে যেগুলি নির্মাণের পর আজ অবধি একবারও কোনরূপ সংস্কারের ছোঁয়া পায় নাই। ফলে এইসব বিদ্যালয়ের টিন, টালি বা খড়ের চালা খসিয়া পড়িতেছে। এসব সংবাদের কোনটিই যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের ইঙ্গিত বহন করে না তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়া সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এই করুণ অবস্থা চলিতে থাকিলে উক্ত কর্মসূচী কতখানি সাফল্যের মুখ দেখিবে সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না।

এমনিতেই দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও গড়িয়া ওঠে নাই। ইহার উপর আছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্র্য, শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতা এবং সামাজিক সচেতনতাবোধের অভাব। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অনেক স্কুল-বয়সী ছেলে-মেয়েকে স্কুল ছাড়িয়া জীবিকার জোয়াল কাঁধে লইতে হয়, সাহায্য করিতে হয় দুর্দশাগ্রস্ত অভাবী পরিবারকে। আর তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা সত্ত্বেও অনেক ছেলে-মেয়ের পক্ষেই শেষপর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হয় না। শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও খাতা-কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। গ্রামাঞ্চলের তো বটেই শহরাঞ্চলেরও অনেক পরিবারেরই এইসব শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের সামর্থ্য নাই। বর্তমান বিদ্যালয়গুলিতে আসন সংখ্যার অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে এক বড় অন্তরায়। তাহার উপর আছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা। কিছুদিন পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াও অজ্ঞাত কারণে উহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইসব অবস্থা এবং দূরবস্থা শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে মোটেও অনুকূল নয়। পাশাপাশি ইহাও সত্য, রাতারাতি এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তবে বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া উহা বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করিলে সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমস্যা সমাধানে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এই কথাটি বিবেচনায় রাখিয়া দুর্দশাগ্রস্ত বিদ্যালয় গৃহগুলির সংস্কারসহ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে তৎপর হইবেন ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।